সচ্ছলতাও কম, সমাজে অবহেলিত ও পশ্চাদপদ মহিলা সদস্যদেরও পঞ্চায়েতের কাজকর্মে নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় দেখা যায়। মহারাষ্ট্রের কোন কোন পঞ্চায়েতে এ রকম চমকে দেওয়া মহিলা নেতৃত্ব দেখা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের বিষয়টি স্বতন্ত্র মান ও মাত্রাযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে সকল স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারও বর্তমান পঞ্চায়েত আইনের এই সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাটিকে সম্যকভাবে সার্থক করতে সক্রিয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি গ্রামপঞ্চায়েত আছে যা মহিলা পঞ্চায়েত হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই পঞ্চায়েতের সকল সদস্যই মহিলা। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত কুলটিকরী মহিলা পঞ্চায়েত এদিক থেকে এক কথায় অনন্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে।

৩৭.৮ মহিলাদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণ (Reservation of Seats for Women in the Legislatures)

মহিলাদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণ সংসদীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে পৃথক মাত্রা ও গুরুত্ব প্রদান করে। ভারতে ১৯৯২ সালে সম্পাদিত সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে তেত্রিশ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় মহিলা প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণের এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৯৯৪ সাল থেকে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতিটি অনুসরণ করা হচ্ছে। মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের নির্বাচনেও এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। তবে অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভাসমূহে এবং কেন্দ্রে সংসদে মহিলাদের জন্য তেত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিলটি অদ্যাবধি গৃহীত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া ১৯৯৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর লোকসভায় এবং বিধানসভাসমূহে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে লোকসভায় একটি বিল উত্থাপন করেন। গভীর পরিতাপের বিষয় সংশ্লিষ্ট বিলটি অদ্যাবধি পাশ হয়নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের টালবাহানা এক গভীর অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ভারতে জনসংখ্যা বাড়ছে; মহিলা ভোটদাতার সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে। নারী জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বহু ও বিভিন্ন প্রকল্প প্রণীত ও প্রযুক্ত হয়েছে। জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলারা সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। এই অবস্থায় রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাদের জায়গা করে দেওয়ার বিষয়টি জরুরী এবং বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

রাজনীতিতে অধিক হারে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে বাস্তবে রাজনীতিক দলসমূহের নির্লিপ্ততা অনস্বীকার্য। কৌশলগত বা নীতিগত কারণে এ ক্ষেত্রে রাজনীতিক দলগুলির নীরবতা দুর্ভাগ্যজনক। সাধারণত কোন দলই প্রকাশ্যে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে না। এ কথা ঠিক। কিন্তু রাজনীতিতে মহিলাদের অধিক হারে অংশগ্রহণের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতেও কোন রাজনীতিক দলকে দেখা যায় না। শুরু থেকে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচন অবধি বিভিন্ন রাজনীতিক দলের মহিলা সাংসদের মোট সংখ্যা ছিল উনিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে। রাজনীতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ দলীয় পদেও মহিলাদের সাধারণত জায়গা দেয় না।

দেশের রাজনীতিক দলগুলি রাজনীতিক বিষয়াদিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহী বলে মনে হয় না। আইনসভাতে ত' বটেই দলের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কমিটিসমূহেও মহিলাদের অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে জাতীয়-আঞ্চলিক, দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী নির্বিশেষে সকল রাজনীতিক দলের অবস্থান অল্পবিস্তর অভিন্ন। কংগ্রেস ভারতের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত দল। এই দলও এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, আজ আর তা নেই। কংগ্রেস নেতারা সোনিয়াকে দলের নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছেন নিছক নেহরু-গান্ধী পরিবারের দেশব্যাপী প্রভাব ও জনপ্রিয়তা ব্যবহার করার জন্য। বর্তমানে ক্ষমতাসীন বি. জে. পি.-তে বিশিষ্ট কিছু নেত্রী আছেন। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু দলের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পুরুষ নেতাদের হাতেই আছে। বর্তমানে লোকসভায় মহিলারা ৯ শতাংশের মত। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণকে তত্ত্বগতভাবে সমর্থন করে। এই দলের জাতীয় কাউন্সিলে একশ' পঁচিশ জন সদস্যের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা এক সময় ছিল মাত্র ছয়। বর্তমানে কিছু বেড়েছে। ১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল বাহাত্তর। তারমধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র আট। এই দলের ষোড়শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটিতে মোট সদস্যের সংখ্যা

ছিল সত্তর। তারমধ্যে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী বৃন্দা কারাত পদত্যাগ করেন।

ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থা উদারনীতিক গণতান্ত্রিক। কিন্তু এ দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার হতাশাজনক। একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সাবেকি মানসিকতা ভারতের রাজনীতিক দলগুলি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এ দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে রাজনীতিক দলগুলির আগ্রহের অভাব অনস্বীকার্য।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া কর্তৃক উত্থাপিত মহিলাদের জন্য আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিলটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। বিজেপি নেতারা দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের পর সংশ্লিষ্ট বিলটির কিছু সংশোধন করেন এবং লোকসভায় পেশ করেন। বিলটিকে সমর্থনের ব্যাপারে কোন দলই দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে আসেনি। বরং সমাজতন্ত্রী দলের মুলায়ম সিং যাদব এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের লালু প্রসাদ যাদব বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা মহিলাদের জন্য কোন অবস্থাতেই এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাবকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। মুলায়ম সিং এমন কথাও বলেন যে, মহিলারা অধিক সংখ্যায় সংসদে এলে ঘরে চাপাটি গড়ার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। লালু-মুলায়ম মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু শ্রেণীদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব তুলতে থাকেন। স্বভাবতই সরকার বিলটিকে নিয়ে আর এগোয়নি।

৩৭.৯ ভারত রাষ্ট্র ও নারীজাতি (Indian State and the Women)

আধুনিক কালের রাজনীতিক সমাজতাত্ত্বিক অনুশীলনে নারীবাদী মতাদর্শের চর্চা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীবাদী রাজনীতিক মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের এলাকা সম্পর্কিত সাবেকি ধ্যান-ধারণাকে বিবিধ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সর্বসাধারণ সম্পর্কিত (Public) এবং ব্যক্তিগত (Private) ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে পার্থক্য করে আসা হচ্ছে। এই পৃথকীকরণের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের জীবনধারার কোন কোন এলাকা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কোন কোন ক্ষেত্র রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে না। অল্পবিস্তর সকল রাজনীতিক মতাদর্শ এ জাতীয় পৃথকীকরণের পক্ষপাতী। প্রায় সকল রাজনীতিক মতবাদই এই পৃথকীকরণকে বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, রাষ্ট্র এবং এমন কি সমাজের ভূমিকা হবে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে। ব্যক্তিগত বা প্রাতিজনিক বিষয়াদি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্পর্কিত সীমানার বাইরে থাকবে।

ঐতিহ্যবাদী প্রজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বলা হয় যে, পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে। ধরে নেওয়া হয় যে, শারীরিক সামর্থ্যের বিচারে মহিলারা হীনবল এবং বেশ কিছু কাজের জন্য অনুপযুক্ত। তা ছাড়া মহিলারা সহজেই শোষণের শিকার হয়। এই সমস্ত বক্তব্যের যৌক্তিকতা কিন্তু প্রতিপন্ন করা হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বক্তব্যসমূহের ভিত্তিতে মহিলাদের সুদীর্ঘকাল ধরে বেশ কিছু বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং পর্দানসীন করা হয়েছে। ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায় ধ্রুপদী জীববিদ্যামূলক এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাখা-বিশ্লেষণে নারী-পুরুষকে পৃথক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। এই ঐতিহ্যগত লিঙ্গভিত্তিক বাঁধাধরা ভূমিকা সম্পর্কিত ছাঁচ পরবর্তী কালে প্রবল প্রতিকূল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে সমাজবিজ্ঞানসমূহের অনুশীলনে জেন্ডারগত সাম্য সম্পর্কিত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই আধুনিক কালের রাজনীতিক সমাজতাত্ত্বিক চর্চায় 'সেক্স' (Sex) ও 'জেন্ডার' (Gender)-এর মধ্যে পার্থক্যমূলক পর্যালোচনার উপর জোর দেওয়া হয়। মানবসমাজে 'সেক্স' হল জীববিদ্যামূলক পার্থক্য প্রতিপাদনের বিষয়। অপরদিকে জেন্ডার হল সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা ও পরিচিতি। জেন্ডারের সামাজিক স্বীকৃতি-পরিচিতির পরিবর্তন সাধন এবং আঙ্গিক গঠনতন্ত্রজনিত পার্থক্যমূলক বৈষম্য থেকে মুক্তি সাধন সম্ভব। তারফলে 'সেক্স'-এর বাঁধা-ধরা চাঁচকে সরিয়ে জেন্ডার-এর সামাজিক-সংস্কৃতিক পুনর্গঠন করা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে আজকাল অধিকাংশ দেশেই মহিলাদের উপর আরোপিত বৃত্তিগত বাধা-নিষেধ অপসারিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে সকল পেশাই মহিলাদের সামনে উন্মুক্ত।

নারীবাদী চিন্তাবিদ্‌দের অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ভূমিকার উপরিউক্ত বিভাজন আপাতবিচারে অনপকারী প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত এবং সর্বসাধারণ সম্পর্কিত এই বিভাজনকে নারীজাতির বিরুদ্ধে অসুবিধা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়; পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের অবশিষ্টাংশকে অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই সুযোগে মহিলাদের আর্থনীতিকভাবে শোষণ করা হয় এবং অপ্রকাশ্যে শারীরিকভাবে পীড়ন করা হয় ও যৌন হেনস্তার শিকারে পরিণত করা হয়। সর্বসাধারণের ক্ষেত্রেও মহিলারা নানা রকম নিগ্রহের কবলে